বই পড়া

-প্রমথ চৌধুরী

লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চেয়ে কম নয়। দেহের সুস্থতার জন্য হাসপাতালের প্রয়োজন আর মনের সুস্থতার জন্য দরকার লাইব্রেরি। মনের সুস্থতাই শারীরিক সুস্থতা। মনকে সুস্থ রাখার জন্য বই পড়া প্রয়োজন। তার জন্য চাই লাইব্রেরি। শরীর সুরক্ষা যেমন প্রয়োজন, আবার বিকাশও তেমনি প্রয়োজন। এজন্য সাহিত্য চর্চা করতে হবে। সেজন্য লাইব্রেরি গড়ে তুলতে হবে।মনের বিকাশের জন্য সাহিত্য চর্চা দরকার। আর এজন্য বই পড়া আবশ্যক। বই পড়ার জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। এখানে বিদ্যা গেলানো হয়। শিক্ষার্থীরা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে তারা শারীরিক ও মানসিক জীর্ণ হয়ে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যায়। পাঠ্যবইয়ের বাইরে তারা জ্ঞান লাভ করতে পারে না। গৎবাঁধা পড়ায় তাদের সরল মন ইনফ্যান্টাইল লিভার গতাসু হয়ে পড়ে। কিন্তু লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীরা পছন্দমত বই বাছাই করে পড়ার সুযোগ পায়। লাইব্রেরিকে বলা হয়েছে মনের হাসপাতাল। মনের শ্রী বৃদ্ধির জন্য লাইব্রেরির ভূমিকা অপরিসীম। লাইব্রেরিকে বলা যায় জাতির উন্নতির মানদণ্ড। যে দেশে যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হবে সে দেশ তত বেশি উন্নত হবে। কেননা, লাইব্রেরি হল মুক্তবুদ্ধি চর্চার সহায়ক স্থান। দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে, বিজ্ঞানচর্চা জাদুঘরে কিন্তু সাহিত্য চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি। সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে। সেজন্য বই পড়তে হবে। বই পড়ার জন্য চাই লাইব্রেরি। এখানে শিক্ষার্থীরা স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়। তাই বলা যায় লাইব্রেরির গুরুত্ব অপরিসীম।